প্রথম আলো

24 AUG 2009

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির প্রমাণ মিলেছে বাধ্যতামূলক ছুটি

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে তথ্যানুসন্ধান কমিটি। চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগ পর্যন্ত ওই শিক্ষককে তাৎক্ষণিক বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টর, দুজন ডিন ও দুজন সিন্ডিকেট সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ছয় সদস্যের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির অনুসন্ধানে স্পর্শকাতর এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। গতকাল শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় কমিটির ওই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। বৈঠকে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করবে। পাঁচ সদস্যের ওই কমিটিতে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সাংবাদিক সাদেক খান ও সিন্ডিকেট সদস্য ড. মো. রহমত উল্লাহ। এ ছাড়া নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্ত ড. কামাল উদ্দীন তদন্ত কমিটির একজন প্রতিনিধি মনোনীত করার সুযোগ পাবেন।

এ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত শিক্ষক ড. কামাল উদ্দীন এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন এবং সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অফিশিয়াল চিঠি পেলে আমি অফিশিয়াল জবাব দেব।'

গত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ড. কামাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে এক ছাত্রী ও তাঁর পরিবার যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তোলে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয় অস্থিতিশীল পরিবেশ। 'নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ' ব্যানারে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদকে প্রধান করে গঠিত হয় ছয় সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি। গত ১২ মে সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠকে গঠিত ওই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন প্রক্টর আ কা ফিরোজ আহমদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক তাজমেরী এস এ ইসলাম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সদরুল আমিন, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক সাদেকা হালিম ও সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

যৌন হয়রানির প্রমাণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিন্ডিকেট সূত্র জানায়, তথ্যানুসন্ধান কমিটি সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এখন অভিযোগ গঠন করে শাস্তির প্রস্তাব করবে তদন্ত কমিটির কাছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করার বেশ কিছু ধাপ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, তথ্যানুসন্ধান কমিটি প্রমাণ পেলে ছুটি কেন, তাঁকে তাৎক্ষণিক চাকরিচ্যুত করা উচিত। তিনি বলেন, 'আইনের ফাঁকফোকর ও কালক্ষেপণের ফলে অতীতের মতো আমরা যেন বিষয়টি ভুলে না যাই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটলেও কোনো ঘটনাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে একের পর এক অভিযোগ উঠলেও কোনো শিক্ষকই শাস্তি পাননি। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে তথ্যানুসন্ধান কমিটি ছাত্রীকে যৌন নিপীড়ন করার অভিযোগের সত্যতা পেয়েছিল। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যায়ে অভিযোগকারী ছাত্রী পিছিয়ে যাওয়ায় বিষয়টি আর এগোয়নি।